বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

৪০, তোপখানা রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

মামলা নং-৮/২০১৭

মিসেস সারমীন সুলতানা ফরিয়াদী

স্বামীঃ মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার

১২/৬, ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭।

বনাম

জনাব ইকবাল আজিজ বিজু প্রতিপক্ষ

সম্পাদক,

পাক্ষিক প্রতিপক্ষ,

২২৭/১, সেলিম প্লাজা(৪র্থ তলা)

ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

জুডিশিয়াল কমিটির উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১. বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ চেয়ারম্যান
২. জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল সদস্য
৩. জনাব স্বপন দাশ গুপ্ত সদস্য
৪. মফিদা আকবর সদস্য

ফরিয়াদী ঃ বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট নওরোজ এমআর চৌধুরী উপস্থিত

প্রতিপক্ষ ঃ অনুপস্থিত

শুনানীর তারিখ ঃ ২৩/০৫/২০১৮খ্রি.,০৭/০৬/২০১৮খ্রি., ১০/০৭/২০১৮খ্রি., ১৭/০৭/২০১৮খ্রি.

রায়ের তারিখ ঃ ১১/১২/২০১৮খ্রি.

রায়

ফরিয়াদীর আর্জিঃ

ফরিয়াদী নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদীর স্বামী জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার বাংলাদেশ সরকারের একজন কর্মকর্তা। যিনি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। ফরিয়াদীর স্বামীর পৈতৃক নিবাস শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানাধীন পুটিয়া তালুকদার বাড়ি। ফরিয়াদীর স্বামী তাঁর বংশের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি বাংলাদেশ সরকারের ঊর্ধ্বতন পর্যায়ে চাকুরী করার গৌরব লাভ করেছেন এবং অত্যন্ত সুনামের সহিত কর্মরত আছেন। ফরিয়াদীর স্বামীর এরুপ সফলতা ও সম্মান অর্জনে ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁর সম্মানহানীর উদ্দেশ্যে তাঁর

জ্ঞাতি সম্পর্কিত চাচাত ভাইগণ অশিক্ষিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হাকিম তালুকদার, ইদ্রিস তালুকদার, রতন তালুকদার গং দীর্ঘ দিন যাবত নামে-বেনামে অসংখ্য দরখাস্ত/লিফলেট সরকারী বিভিন্ন দফতরসহ বিভিন্ন জায়গায় বিতরণ করে আসছেন।

বিগত ০১/১০/২০১৭ খ্রি.তারিখে ফরিয়াদী ও ফরিয়াদীর স্বামীর বিষয়ে উল্লেখিত পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে ফরিয়াদী অবগত হন। উক্ত পত্রিকার/ম্যাগাজিনের বিষয়ে উল্লেখিত শিরোনামের অধীনে ফরিয়াদী, ফরিয়াদীর স্বামী এবং ফরিয়াদীর পরিবার সম্পর্কে দীর্ঘ ১৮ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মনগড়া, অসত্য, আপত্তিকর, বানোয়াট, কুরুচিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন তথ্যসম্বলিত। উক্ত সংবাদ/ প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রচারণার ফলে ফরিয়াদী, ফরিয়াদীর স্বামী ও ফরিয়াদীর পরিবার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দাপ্তরিক অঙ্গনে সীমাহীন ক্ষতি ও মানহানীর সম্মুখীন হয়েছেন।

উক্ত প্রতিবেদনে বহুবার ফরিয়াদীর স্বামীকে রাজাকারপুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রতিবেদনে কোনো প্রকার তথ্য প্রমাণ ছাড়াই ফরিয়াদীর মরহুম শ্বশুর মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদারকে রাজাকার বলে অভিহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের সংগৃহীত এবং সংরক্ষিত কোনো রাজাকারের তালিকায় ফরিয়াদীর শ্বশুরের নাম কোনো কালেই তালিকাভুক্ত ছিল না এবং এখনও নেই। বরঞ্চ ফরিয়াদীর শ্বশুর বাড়ী শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব আব্দুল মান্নান বারী সহ উক্ত এলাকার মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের যেকোনো ব্যক্তির কাছে খোঁজ নিলে জানা যাবে যে, ফরিয়াদীর শ্বশুর মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের একজন সৎ, নিষ্ঠাবান, সমাজসেবক ছিলেন। সুতরাং কোনো প্রকার তথ্য, প্রমাণ বা ব্যক্তির বরাত না দিয়েই, সম্পূর্ণরূপে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ও মনগড়াভাবে প্রতিপক্ষ তাঁর পত্রিকায় ফরিয়াদীর শ্বশুরকে রাজাকার এবং তাঁর স্বামীকে রাজাকারপুত্র হিসেবে উল্লেখ করে ফরিয়াদী, ফরিয়াদীর স্বামী এবং ফরিয়াদীর সমগ্র পরিবারকে ফরিয়াদীর এলাকায় এবং সমগ্র জাতির কাছে হেয়প্রতিপন্ন ও সীমাহীনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছেন। ফরিয়াদীর স্বামীকে বিভিন্নভাবে হেনস্তা করতে চেষ্ঠা করেছেন।

ফরিয়াদীর স্বামী জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ক্যাডারের একজন কর্মকর্তা, যিনি বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত আছেন। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন ক্যাডারের একজন গর্বিত সদস্য হিসেবে এবং বাংলাদেশ সরকারের একজন সৎ নিষ্ঠাবান ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে ফরিয়াদীর স্বামী নিজের পরিচয়েই সুপ্রতিষ্ঠিত। অথচ প্রতিবেদনে ফরিয়াদীর স্বামীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব এইচটি ইমাম ও পুলিশের আইজিপির নাম ভাঙ্গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা অপ্রয়োজনীয় ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো প্রকার সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রমাণ বা ব্যক্তির বরাত ছাড়াই উক্ত প্রতিবেদনে এরূপ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন নাম ভাঙ্গানোর অভিযোগ ফরিয়াদীর স্বামীর জন্য বিব্রতকর এবং সেই সাথে তাঁর জন্য চরম অপমানজনক।

প্রতিবেদনের ৫ম পৃষ্ঠায় "শরিয়তপুরে বাড়ির পরিবেশ উন্নয়নের নামে ভাংচুরের অভিযোগ" শিরোনামে একটি মিথ্যা ও বানোয়াট মনগড়া প্রতিবেদন প্রচার করেন যা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর ১৬/০৫/২০১৭ খ্রি.তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে।

ফরিয়াদীর স্বামীকে অপদস্ত করার জন্য প্রতিবেদনের ৭ম পৃষ্ঠায় আরও একটি প্রতিবেদন প্রচার করেছে। যাতে উল্লেখ আছে ফরিয়াদীর স্বামী মিরপুর শাহ আলী মাজার সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশনের নিকটে ৩টি দোকান এবং মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে ১টি দোকানের বরাদ্দ ক্রয় করেন, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

প্রতিবেদক উক্ত পৃষ্ঠায় এ রুপে উল্লেখ করেছেন যে, "জানা গেছে তিনি (ফরিয়াদীর স্বামী) ঘুষ ও দুর্নীতির অর্থ দ্বারা নিজ নামে ও তাঁর স্ত্রীর (ফরিয়াদী) নামে পদ্মা হাসপাতাল লিমিটেড (শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত) এর ২০ টি শেয়ার যার বাজার মূল্য প্রায় ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা বিনিয়োগ করেন। উক্ত হাসপাতালের অফিসে এবং রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ ও ফার্ম, বাংলাদেশের ঢাকা অফিসে যোগাযোগ করা হলে উক্ত বিনিয়োগের সত্যতার সন্ধান পাওয়া যায়।"

"অনুসন্ধানে আরও জানা গেছে, তিনি (ফরিয়াদীর স্বামী) ঘুষ ও দুর্নীতির অর্থ নিজে তাঁর স্ত্রী (ফরিয়াদী) ও সন্তানের নামে গুলশানের ইমতিয়াজ সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ব্রোকার হাউজে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর অন্তর্গত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন, যা ২০১৩-২০১৪ হতে আজ পর্যন্ত শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ে লেনদেন করে আসছেন, যার পরিমাণ প্রায় ২০ (বিশ) কোটি টাকা"।

প্রতিবেদনের ৯ম পৃষ্ঠায় ফরিয়াদী একজন স্বর্ণ চোরাচালানকারী এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিমানবন্দর দিয়ে স্বর্ণ চোরাচালান করে ভারত ও মিয়ানমারে পাচার করে থাকেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১১ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করেন যে, ফরিয়াদীর স্বামী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অবস্থায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা, রাজশাহী প্রভৃতি শহরে বিভিন্ন আবাসন প্রকল্প ও প্রজেক্টে এ্যাপার্টমেন্ট ও আবাসিক প্লটের জমি লীজ হস্তান্তরের নাম করে গ্রাহক ও সুবিধাভোগীদের নিকট হতে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ ঘুষ গ্রহণ করেছেন।

প্রতিবেদনের ১০ম পৃষ্ঠায় ২০ জানুয়ারি ২০১৫-এ "দৈনিক সকালের খবর" পত্রিকায় প্রকাশিত "পূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান" শিরোনামে সংবাদ পুনরায় প্রতিপক্ষ তাঁর পত্রিকায় ছবি আকারে ছাপান। এ ব্যাপারে প্রতিবেদনের ১২তম-১৩তম পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি এইরূপ, মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার যুগ্মসচিব থাকা অবস্থায় পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সম্পত্তি অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগসাজশে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভুয়া ব্যক্তির নামে ছাড় করান এবং পরে তিনি নিজেই প্রতারণার মাধ্যমে তা আত্মসাৎ করেন। গত ২০ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ জাতীয় "দৈনিক সকালের খবর" পত্রিকার তৃতীয় পৃষ্ঠার তৃতীয় কলামে এ সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কারণে দুর্নীতি দমন কমিশন তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করায়, দুর্নীতি দমন কমিশনে তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ও মোটা অংকের বিনিময়ে ফাইল গায়েব করে দিয়েছেন বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে ফরিয়াদীর বক্তব্য হলো ফরিয়াদীর স্বামীর বিরুদ্ধে ভুয়া ও অস্তিত্বহীন এক ব্যক্তির নাম ব্যবহার করে দুদকে একটি অভিযোগ করা হয়েছিল। দুদক অভিযোগটি অনুসন্ধান করে বিগত ১০/০৯/২০১৭খ্রি. তারিখে স্মারক নং- দুদক/বিঃ অনুঃ ও তদন্ত-২/০২ - ২০১৫/ দ্বারা অবহিত করে যে, "দুর্নীতির অভিযোগটি অনুসন্ধানে প্রমাণিত না হওয়ায় দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক পরিসমাপ্ত করা হয়েছে"। অতএব দুদক কর্তৃক অনুসন্ধান সমাপ্ত ঘোষণার বেশ কিছু দিন পরে, দুদক হতে কোনোরূপ খোঁজখবর না নিয়েই, পুনরায় একটি নিষ্পত্তিকৃত মিথ্যা অভিযোগের সংবাদকে প্রকাশ করে প্রতিপক্ষ 'বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩(২০০২ সালে সংশোধিত)' এর বিধি নং ২১ সরাসরি লঙ্ঘন করেছেন এবং সমাজ ও জাতির কাছে ফরিয়াদীর স্বামী তথা ফরিয়াদী ও ফরিয়াদীর সমগ্র পরিবারের সম্মানহানী করেছেন।

উল্লেখিত প্রতিবেদনের ১৬তম পৃষ্ঠায় "পূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার এর ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দরুণ শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায়

সৃষ্ট নাজুক পরিস্থিতি ও সমস্যার প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন" শীর্ষক একটি সংবাদ সম্মেলনের খবর ছাপা হয়। সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও মানহানিকর তথ্যসম্বলিত উক্ত সংবাদ সম্মেলনটির মূল আয়োজক ফরিয়াদীর স্বামীর জ্ঞাতি চাচাত ভাই উপরোল্লিখিত হাকিম তালুকদার। এ ব্যাপারে অবগত হওয়ার পর আমার স্বামী নিজে বাদী হয়ে উক্ত হাকিম তালুকদার এর বিরুদ্ধে একটি দেওয়ানী মানহানী মামলা (দেওয়ানী মামলা নং- ৬৩/২০১৪) দায়ের করেন, যা বর্তমানে ঢাকার বিজ্ঞ ১ম যুগ্ম জেলা জজ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। আদালতে বিচারাধীন বিষয়কে প্রতিপক্ষ তাঁর পত্রিকায়/ম্যাগাজিনে/প্রতিবেদনে একতরফা, একপেশে ও মনগড়াভাবে প্রকাশ করে বিজ্ঞ বিচারক ও মামলার বিচারকার্যকে অন্যায়ভাবে ও অনৈতিকভাবে প্রভাবান্বিত করার অপচেষ্টা করেছেন এবং একই সাথে বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩ (২০০২ সালে সংশোধিত)' এর বিধি নং ১৬ লঙ্ঘন করে পুনরায় ফরিয়াদীর স্বামী ও ফরিয়াদীর সম্মানহানী করেছেন।

একই প্রতিবেদনের ১৮তম পৃষ্ঠায় ২৭ জুলাই ১৯৯৯ তারিখে দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্ল্যাঙ্ক স্ট্যাম্পে সই না করায় মহিলা মেম্বার লাঞ্ছিত" শিরোনামে মিথ্যা বানোয়াট সংবাদকে প্রতিপক্ষ তাঁর প্রতিবেদনে পুনরায় প্রকাশ করেন। উক্ত সংবাদের বিষয়টি সেই সময়ে স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে সহকারী পুলিশ সুপার, গোসাইরহাট সার্কেল, শরিয়তপুর সরেজমিনে তদন্ত করেন এবং পুলিশ সুপার, শরিয়তপুর বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত তদন্ত প্রতিবেদনে তদন্তকারী প্রাপ্ত স্বাক্ষ্য প্রমাণে অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। তিনি এলাকার বাইরে থেকে জনাব কামাল উদ্দিনের এলাকার বিপক্ষীয় লোকজনের যোগসাজশে বিভিন্ন মিথ্যা ঘটনা উল্লেখপূর্বক বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নিকট দরখাস্ত করিতেছেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করিতেছেন। একই বিষয় স্থানীয় নারায়ণপুরের তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান জনাব মোঃ সালাহ উদ্দিন বারী তদন্ত করেন এবং তিনি তাঁর তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, "স্বাক্ষীগণের স্বাক্ষ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগকারিনী মাজেদা বেগমের দরখাস্তে বর্ণিত অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট এবং ভিত্তিহীন। অতএব, প্রতিপক্ষ 'বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরনীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩(২০০২ সালে সংশোধিত)' এর বিধি নং ২২ অনুসরণ না করে দীর্ঘ ১৮ বছর পূর্বে নিষ্পত্তিকৃত মিথ্যা বানোয়াট ও ফরিয়াদীর পরিবারের মানসম্মানকে চরমভাবে বিনষ্ট করেছেন এবং সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

এতদ্ব্যতিত, উক্ত প্রতিবেদনের ৯ম পৃষ্ঠায় ফরিয়াদীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান মেসার্স সাস এন্টারপ্রাইজ এর ৩০শে জুন, ২০১২ খ্রি. তারিখের চূড়ান্ত হিসাবের সম্পদ বিবরণীর বরাত দিয়ে একটি ছকের মাধ্যমে যে সকল অপ্রদর্শিত অর্থের হিসাব ছাপিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে মনগড়া, মিথ্যা, বানোয়াট ও কাল্পনিক। এরূপ মনগড়া ও ভিত্তিহীন সম্পদ বিবরণীর বরাত দিয়ে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীকে একজন দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবসায়ী হিসেবে আখ্যায়িত করার জঘন্য অপচেষ্টা চালিয়েছেন যা ফরিয়াদীর ব্যবসায়িক ভাবমূর্তিকে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে।

এছাড়াও একই প্রতিবেদনের ১৫তম এবং ১৮তম পৃষ্ঠায় যথাক্রমে ফরিয়াদীর দেবর মরহুম চেয়ারম্যান জনাব নাসির উদ্দিন তালুকদার এবং ফরিয়াদীর স্বামীর ভাগিনা মরহুম ইমরান হোসেন বাবু এর নামে বানোয়াট কুৎসামূলক বিবৃতি ছাপানো হয়েছে। ফরিয়াদীর দেবর মরহুম নাসির উদ্দিন তালুকদার ২০১৬ সালে এবং মরহুম ইমরান হোসেন বাবু ২০১৫ সালে ইন্তেকাল করেছেন। উক্ত মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের নামে মৃত্যুর এতদিন পরে মিথ্যা কুৎসামূলক বিবৃতি ছাপিয়ে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীকে ও ফরিয়াদীর পরিবারকে মানসিকভাবে চরম আঘাত করেছেন।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়াও সমগ্র প্রতিবেদন জুড়ে ফরিয়াদীর স্বামী ও ফরিয়াদীর পরিবার সম্পর্কে আপত্তিজনক ও অসম্মানজনক ভাষায় চরম মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ ছাপা হয়েছে। এইরূপ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রতিবেদন প্রকাশের পূর্বে প্রতিপক্ষ যদি যথাযথ খোঁজখবর নিয়ে অথবা তাঁর প্রতিবেদকের মাধ্যমে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করতেন অথবা ফরিয়াদীকে বা তাঁর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করতেন এবং ফরিয়াদীকে প্রকাশিত সংবাদগুলোর ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেওয়ার সুযোগ দিতেন তাহলে বিষয়ে উল্লেখিত বানোয়াট মানহানীকর প্রতিবেদন ছাপানোর প্রয়োজন হত না। কিন্তু প্রতিপক্ষ তা না করে, সংবাদপত্রের নীতিমালা উপেক্ষা করে, ফরিয়াদী, ফরিয়াদীর স্বামী ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে উক্ত মিথ্যা, ভিত্তিহীন, কাল্পনিক, অসত্য ও কুৎসামূলক তথ্য ছেপে এবং উহা বিপণন করে ফরিয়াদীর অপূরণীয় সম্মানহানী করেছেন।

বিষয়ে উল্লেখিত প্রতিবেদন সম্পর্কে অবগত হয়ে ফরিয়াদী বিগত ০৮/১০/২০১৭খ্রি. তারিখে উক্ত পত্রিকার/ম্যাগাজিনের ঠিকানায় রেজিঃ ডাকযোগে এর সম্পাদক (প্রতিপক্ষ) বরাবর ৬ পৃষ্ঠার প্রতিবাদ ছাপানোর অনুরোধ করলেও প্রতিপক্ষ অদ্যাবধি কোনো প্রকার প্রতিবাদ ছাপাননি। অতঃপর তিনি বিগত ১৬/১০/২০১৭খ্রি. তারিখে বিজ্ঞ আইনজীবীর মারফত প্রতিপক্ষকে একটি উকিল নোটিশ প্রেরণ করেন, যা প্রতিপক্ষ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু অদ্যাবধি প্রতিপক্ষ উক্ত উকিল নোটিশের কোনো জবাব দেননি এবং 'বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩(২০০২ সালে সংশোধিত) এর বিধি নং ১১ ও ১৮ অবজ্ঞা করে তাঁর পত্রিকায়/ ম্যাগাজিনে কোনো প্রকার প্রতিবাদ ছাপানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। এতে করে অভিযোগের কারণ প্রশমিত না হয়ে বরং প্রকোপিত হয়েছে। অতঃপর বিগত ২ মাস ফরিয়াদী বিভিন্ন মাধ্যমে প্রতিপক্ষের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করে বহুবার তাঁর প্রতিবাদ ছাপানোর জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ হতে ফরিয়াদী কোনোরূপ সহযোগিতা ও সাড়া না পেয়ে অবশেষে এই অভিযোগ দাখিল করেছেন।

বিষয়ে উল্লেখিত মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন প্রতিবেদনটি একতরফা ও মনগড়াভাবে প্রকাশ করে এবং ফরিয়াদীকে ও তাঁর স্বামীকে কোনোরূপ উত্তর দেবার সুযোগ না দিয়ে ফরিয়াদীর প্রতিবাদটি না ছাপিয়ে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণবিধি, ১৯৯৩(২০০২ সালে সংশোধিত) এর বিধি নং ৪,৬,৭,৮(ক), ৮(গ), ৯,১১,১২,১৬,১৮,২১,২২ লঙ্ঘন করেছেন বলে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারার আলোকে প্রতিকার পাওয়ার জন্য অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ফরিয়াদীর সম্পূরক আর্জিঃ

প্রতিপক্ষের সম্পাদনায় প্রকাশিত পাক্ষিক প্রতিপক্ষ পত্রিকায়/ ম্যাগাজিনের বর্ষ-২৪, সংখ্যা -২৭, ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম ও পুলিশের আইজিপির নাম ভাঙ্গিয়ে রাজাকারপুত্র অতিরিক্ত সচিব কামাল উদ্দিন তালুকদারের মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং কামাল উদ্দিন তালুকদার ও তাঁর স্ত্রী শারমিন সুলতানার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, সোনা চোরাচালান ও মাদক ব্যবসার অভিযোগ শিরোনামের সংবাদ/ প্রতিবেদন প্রকাশের মাধ্যমে আপত্তিজনক অসত্য, বানোয়াট ও মানহানীকর তথ্য প্রকাশ করা হয়।

বিষয় উল্লেখিত মামলার ফরিয়াদী বিগত ২৭/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখের উক্ত পাক্ষিক পত্রিকায় তাঁর, তাঁর স্বামী ও পরিবারকে নিয়ে প্রকাশিত অসত্য, আপত্তিকর বানোয়াট ও ভিত্তিহীন তথ্য সম্বলিত ১৮ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনটি সম্পর্কে অবহিত হন। উক্ত প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রচারণার ফলে

ফরিয়াদী, স্বামী ও তাঁর পরিবার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দাপ্তরিক অঙ্গনে সীমাহীন ক্ষতি ও মানহানীর সম্মুখীন হয়েছেন ।

বিগত ০৮/১২/২০১৭খ্রি. তারিখে উক্ত পাক্ষিক প্রতিপক্ষ পত্রিকার ঠিকানায় রেজিঃ ডাকযোগে এর সম্পাদক (প্রতিপক্ষ) বরাবর ৬ পৃষ্ঠার প্রতিবাদ ছাপানোর অনুরোধ করেন। কিন্তু দীর্ঘ ২ মাস অতিক্রম হয়ে গেলেও প্রতিপক্ষের পাক্ষিক পত্রিকায় তাঁর প্রতিবাদ ছাপানোর বিষয়ে তাঁকে কোনো কিছুই অবগত করা হয়নি। অতঃপর ফরিয়াদী বিগত ১৯/১২/২০১৭খ্রি. তারিখে প্রতিপক্ষের জবাব দাখিলের সময়সীমা ১(এক) মাস থাকলেও, প্রতিপক্ষ একাধিক বার সময় বৃদ্ধির আবেদন করে এবং দীর্ঘ ৩ (তিন) মাস পর তাঁর জবাব দাখিল করেন। পরিশেষে, ফরিয়াদী ২৫/০৪/২০১৮খ্রি. তারিখে প্রতিপক্ষের জবাবের একটি কপি হাতে পান।

প্রতিপক্ষের জবাবে তিনি দাবী করেন যে, তিনি ফরিয়াদীর প্রেরিত প্রতিবাদটি তাঁর পাক্ষিক পত্রিকার বর্ষ ২৪ সংখ্যা ৩০, ৬-৩০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় ছাপিয়েছেন। অথচ প্রতিপক্ষের পত্রিকায় উক্ত সংখ্যা (৩০ সংখ্যা) অথবা উক্ত সংখ্যায় তাঁর প্রেরিত প্রতিবাদ ছাপানোর বিষয়ে কোনোভাবে অবগত ছিলেন না।

ফরিয়াদীর দায়েরকৃত মামলা দীর্ঘ ৫ মাস পর বিগত ২৫/০৪/২০১৮খ্রি. তারিখের প্রতিপক্ষের জবাবের একটি কপি ফরিয়াদী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর অফিস হতে সংগ্রহ করে। উক্ত প্রতিবাদের কপিতেই তিনি সর্বপ্রথম জানতে পারেন যে, প্রতিপক্ষ তাঁর পত্রিকায় ফরিয়াদীর প্রতিবাদ ছাপিয়েছেন বলে দাবী করেছেন। অতঃপর, ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের জবাব এর সাথে সংযুক্ত সংযুক্তিতে প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ এর প্রতিবাদটি পড়ে এবং প্রতিপক্ষের কাছে তাঁর দ্বারা পূর্বে প্রেরিত প্রতিবাদ এর সাথে মিলিয়ে দেখেন এবং বুঝতে পারেন যে, প্রতিপক্ষ তাঁর প্রতিবাদটি হুবহু ছাপাননি ।

প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রেরিত প্রতিবাদটি হুবহু প্রকাশ করেননি। ফরিয়াদীর প্রেরিত প্রতিবাদ এর ১ম পাতার শেষ অনুচ্ছেদ, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পাতার কিছু কিছু লাইন এবং ৫ম পাতার মধ্যাংশ হতে ৬ষ্ঠ পাতার শেষ পর্যন্ত প্রতিপক্ষ প্রকাশিত প্রতিবাদ এড়িয়ে গিয়েছেন।

প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে পত্রিকার যে সংখ্যায় (সংখ্যা-৩০) ফরিয়াদীর প্রেরিত প্রতিবাদ ছাপিয়েছেন বলে দাবী করেছেন, সেই সংখ্যা তিনি প্রকৃতপক্ষে বাজারে প্রকাশ করেছেন কিনা কোনো প্রমাণ তিনি তাঁর জবাবে দেননি। বরঞ্চ শুধুমাত্র উল্লেখিত মামলায় প্রতিযোগিতা করার লক্ষ্যে হাতে গোনা কয়েক কপি ছাপিয়েছেন বলে পরিলক্ষিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধিকরণ) আইন ১৯৭৩ এর ধারা ২৪-২৬ মোতাবেক, বাংলাদেশে মুদ্রিত যেকোনো বই/পত্রিকার ৪টি কপি ছাপাখানা হতে সরবরাহের ১ মাসের মধ্যে সরকারের নির্ধারিত স্থান ও কর্মকর্তার নিকট জমা দিতে হবে। অথচ জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর কার্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, প্রতিপক্ষের পত্রিকার সংখ্যা ৩০ এর কোনো কপি অদ্যাবধি (১৬/০৭/২০১৮খ্রি.) উক্ত বিভাগে জমা দেয়া হয়নি। এছাড়াও চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে(ডিএফপি) যোগাযোগ করে জানা যায় যে, উক্ত অধিদপ্তরে প্রতিপক্ষের পত্রিকার সংখ্যা ৩০ এর কোনো সৌজন্য সংখ্যা জমা দেয়া হয়নি, যা আইনানুসারে দেয়ার কথা। সুতরাং , প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে তাঁর পত্রিকার যে সংখ্যায় (সংখ্যা-৩০) ফরিয়াদীর প্রেরিত প্রতিবাদ ছাপিয়েছেন বলে দাবী করেছেন, সেই সংখ্যা তিনি আদতে বাজারে প্রকাশ করেছেন বলে ফরিয়াদী মনে করেন না।

প্রতিপক্ষ তাঁর পত্রিকার যে সংখ্যায় ফরিয়াদী,তাঁর স্বামী এবং তাঁর পরিবার সম্পর্কে অসত্য, বানোয়াট ও মানহানীকর প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন, উক্ত সংখ্যার একাধিক কপি তিনি ডাক মারফত তাঁর স্বামীর এলাকার (ভেদরগঞ্জ থানা, শরীয়তপুর জেলা) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, পৌরসভা মেয়র, উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রমুখ বরাবর প্রেরণ করেছেন। এজন্য ফরিয়াদী তাঁর প্রতিবাদে স্পষ্টভাবে প্রতিপক্ষকে অনুরোধ করে উল্লেখ করেন যে, তিনি যেই যেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে মানহানীকর প্রতিবেদনের কপিটি বিতরণ করেছেন, সেই সেই ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানে প্রতিবাদ ছাপানো কপিটিও যেন প্রেরণ করেন। অথচ তিনি এরকম কিছুই করেননি।

বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি, ১৯৯৩(২০০২ সালে সংশোধিত) এর ধারা ১৮-তে উল্লেখ আছে, "সম্পাদকীয়ের কোন ভুল তথ্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ যদি প্রতিবাদ করে, তবে সম্পাদকের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে একই পাতায় ভুল সংশোধন করে দুঃখ প্রকাশ করা"। প্রতিপক্ষের পত্রিকার যে সংখ্যায় মানহানীকর প্রতিবেদন ছাপিয়েছেন, উক্ত সংখ্যার সমগ্র প্রচ্ছদ জুড়ে এবং ২য় পাতা হতে ১৮তম পাতা পর্যন্ত দীর্ঘ ১৮ পৃষ্ঠা জুড়ে ফরিয়াদী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বহু ছবিসহ ফলাও করে তিনি প্রতিবেদন ছেপেছেন । অথচ প্রতিপক্ষের দাবীকৃত প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদটি তিনি তাঁর পত্রিকার সংশ্লিষ্ট সংখ্যার সর্বশেষ পাতায়(৩১তম পাতা) মাত্র দেড় পাতার মধ্যে ছোট আকারে ছাপিয়েছেন। সাংবাদিকদের আচরণবিধি অনুযায়ী উক্ত প্রতিবাদটি ২য় পাতায় ছাপানোর কথা।

এছাড়াও, বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশ সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থা এবং সাংবাদিকের জন্য অনুসরণীয় আচরণ বিধি, ১৯৯৩ এর কোথাও উল্লেখ নেই যে, শুধু মাত্র প্রতিবাদ ছাপলেই একজন সাংবাদিক তাঁর প্রকাশিত সংবাদের দায় এড়াতে পারবেন । সুতরাং, প্রতিপক্ষ যদি দাবীকৃত প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদটি ছেপে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ করেও থাকেন, তবুও তিনি তাঁর দায় এড়াতে পারেন না।

উপরে বর্ণিত কারণসমূহের দরুণ প্রতিপক্ষের দাবীকৃত ছাপানো প্রতিবাদ এ তাঁর অভিযোগের কারণ প্রশমিত হয়নি এবং প্রতিপক্ষ তাঁর দায় এড়াতে পারেন না বলে তিনি মনে করেন।

উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে , ফরিয়াদী তাঁর মূল আর্জি ও সম্পূরক আর্জি বিবেচনা করে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট ১৯৭৪ এর ১২ ধারায় প্রতিপক্ষের পত্রিকায় ডিক্লারেশন বাতিলের উপযুক্ততা ও অন্যান্য প্রচলিত আইনে প্রতিকার প্রার্থনা করেন।

<u>প্রতিপক্ষের জবাবঃ</u>

প্রতিপক্ষ নিবেদন করছে, পাক্ষিক প্রতিপক্ষ পত্রিকা বর্ষ-২৪, সংখ্যা-২৭, ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যায় "প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম ও পুলিশের আইজিপির নাম ভাঙিয়ে রাজাকার পুত্র অতিরিক্ত সচিব কামাল উদ্দিন তালুকদারের মধ্যযুগীয় বর্বরতা এবং কামাল উদ্দিন তালুকাদার ও তাঁর স্ত্রী সারমীন সুলতানার বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার ও সোনা চোরাচালান মাদক ব্যবসা অভিযোগ" শীর্ষক সংবাদকে ফরিয়াদীর আপত্তিকর, অসত্য, কাল্পনিক, বানোয়াট বললেও তা সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ। নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে এবং আইনের হাত থেকে বাঁচতে তাঁরা প্রেস কাউন্সিলে এ মামলার আশ্রয় নিয়েছেন। সংবাদপত্র দেশের গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে নিরন্তন সহযোগিতা করে যাচ্ছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা যেকোনো সাময়িকী হোক না কেনো তাঁরা জনগণ ও দেশের স্বার্থে যথাযথ অবদান রাখতে

বদ্ধপরিকর। পাক্ষিক প্রতিপক্ষ উপরিউক্ত প্রতিবেদন প্রকাশের আগে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মতামতের জন্য কামাল উদ্দিন তালুকদারের সাথে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তিনি ব্যাপারটিকে আমলে নেননি। পরবর্তীতে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে হুমকি ধমকি দিয়েছেন। এরমধ্যে ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাও রয়েছেন। থানায় জিডি করতে গেলেও তা গ্রহণ করা হয়নি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কারণে। এখন সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর ফরিয়াদী তাঁর অভিযোগে বলেছেন, স্বামীর এরূপ সফলতা ও সম্মান অর্জনে ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্মানহানির উদ্দেশ্যে তাঁর জ্ঞাতি সম্পর্কিত চাচাতো ভাইগণ অশিক্ষিত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হাকিম তালুকদার, ইদ্রিস তালুকদার, রতন তালুকদার গং দীর্ঘদিন ধরে নামে বেনামে অসংখ্য দরখাস্ত, লিফলেট সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে বিতরণ করে আসছেন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে কামাল উদ্দিন তালুকদার একজন সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তিনি তাঁর ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে উল্লিখিত জ্ঞাতি ভাই এবং আত্মীয়দের নামে মামলা-মোকদ্দমা ও হয়রানি করে তাঁদের ভিটে ছাড়া করেছেন। তাঁদের অনেকেই এখন প্রাণভয়ে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন। এ সম্পর্কিত বিভিন্ন অভিযোগ এই জবাবের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

ফরিয়াদী মিসেস সারমীন সুলতানা তাঁর স্বামী মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের পক্ষে প্রেস কাউন্সিলে মামলা করে আবারও প্রমাণ করেছেন তাঁর স্বামীর ক্ষমতা ব্যবহার করে যেমন অবৈধ সুযোগ নিয়েছেন তেমনি এখন আবার স্বামীর ক্ষমতা ব্যবহার করে পাক্ষিক প্রতিপক্ষ পত্রিকার সম্পাদককে হয়রানি করতে চাইছেন। কামাল উদ্দিন তালুকদার প্রতিবেদন প্রকাশের পর কোনো প্রতিবাদ জানিয়ে কোনো পত্র দেননি। অথচ প্রতিবাদ দিয়েছেন কামাল উদ্দিন তালুকদারে স্ত্রী সারমীন সুলতানা। সারমীন সুলতানা নিজেই স্বামীর নাম ব্যবহার করে ব্যবসা করে আসছেন এবং দুর্নীতির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠান যে কত বড় দুর্নীতিগ্রস্থ সে সম্পর্কিত অভিযোগনামা সংযুক্ত করেছেন। ফরিয়াদী তাঁর অভিযোগে বলেছেন, সমগ্র প্রতিবেদনে বহুবার ফরিয়াদীর স্বামীকে রাজাকারপুত্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে কোনো প্রকার তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই তাঁর মরহুম শ্বশুর মোঃ হাবিবুর রহমান তালুকদারকে রাজাকার বলে অভিহিত করা হয়েছে মর্মে অভিযোগ করেছেন। অথচ ফরিয়াদী একটি বারও উল্লেখ করেননি ২২ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে এলাকার মুক্তিযোদ্ধারা কামাল উদ্দিন তালুকদারকে রাজাকারপুত্র হিসেবে সম্বোধন করেছেন। এ সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত লিখিত বক্তব্য সংযুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংবাদও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যার প্রতিবাদও তিনি করেননি। বরং উল্টো ফৌজদারি মামলা করে এবং সময়ক্ষেপণ করে অভিযোগটিকে প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তিনি যদি সৎ এবং এলাকার মানুষদের আপনজন হতেন তাহলে ফরিয়াদীর অভিযোগ অনুসারে নিজের আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকার সাধারণ মানুষ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে সংবাদ সম্মেলন করতেন না। এমনকি তাঁর অতিষ্ঠ হয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করতেন না। আর সেসব অভিযোগের ভিত্তিতে সংবাদ প্রকাশ করায় গাত্রদাহ, নানা হুমকি-ধমকি অব্যাহত রেখেছেন। কামাল উদ্দিন তালুকদার এবং সারমীন সুলতানা পুরো এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন, যা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও হার মানায়। দেশে উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা রয়েছেন কয়েক হাজার। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে এ রকম ঢালাও কোনো অভিযোগ নেই। কামাল উদ্দিন তালুকদার পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা দিয়ে এবং নিজে সচিবালয়ে সরকারি ফোন থেকে বারবার হুমকি দিয়েছেন এবং প্রতিপক্ষ পত্রিকার সম্পাদককে দেখে নেবেন এবং বিভিন্নভাবে নাজেহাল এবং সারাদেশে একের পর এক মামলা দেবেন বলে শাসিয়েছেন।

ফরিয়াদী বলেছেন, পদ্মা হাসপাতাল লি. নামে শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলা সদরে কোনো হাতপাতাল নেই। বরং পদ্মা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে। যা ২০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল এবং এটি কোনো কোম্পানি নয়। এই হাসপাতালে ফরিয়াদীর (ফরিয়াদীর ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ২টি শেয়ার কোনোকালেই ছিল না। কিন্তু ফরিয়াদীর স্বামীর কোনোরূপ কোনো শেয়ার কোনোকালেই ছিল না এবং এখনও নেই। কিন্তু তিনি ভুলে গেছেন সরকারি চাকরিবিধি অনুযায়ী তিনি নিজে (কামাল উদ্দিন তালুকদার) ও তাঁর স্ত্রী লাভজনক কোনো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারেন না এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও ব্যবসা বা লেনদেন করতে পারেন না। কিন্তু ফরিয়াদী তাঁর স্বামীর ক্ষমতা অপব্যবহার করে নিজ নামে ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান খুলে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে জোরপূর্বক টেন্ডার নিয়েছেন এবং জালিয়াতি করেছেন। বিগত ২০১২/২০১৩ কর বর্ষে বিজি প্রেস তেজগাঁও ঢাকায় নিম্নমানের কাগজ সরবরাহ করে ৪৪,৮৭,০০০/-(চুয়াল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার) টাকার বিল গ্রহণ করেন। যার আয়কর (টিআইএন ২৮-১১১-৪-৪০৭৪(পুরাতন),ইটিআইএন ১৩৯৫৭৯২০৭৪৯৬ জরিপ সার্কেল -২ কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চল ঢাকা নথিতে দেখানো হয়েছে)। এভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ অর্থ দিয়ে প্লট-ফ্লাটসহ নানা স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি অর্জন করেছেন ফরিয়াদী ও তাঁর স্বামী কামাল উদ্দিন তালুকদার।

সংবাদপত্রের নীতিমালা এবং সাংবাদিকদের আচরণবিধির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমরা ফরিয়াদীর প্রতিবাদ প্রতিপক্ষ পত্রিকায় যথাযথভাবে প্রকাশ করেছি। বর্ষ-২৪, সংখ্যা-৩৬,৬-২০ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে ৩১ ও ৩২ নং পাতায় তা প্রকাশিত হয়েছে। অথচ তা জেনেও ব্যক্তিগত আক্রোশে এবং সম্পূর্ণ হয়রানির উদ্দেশ্যে তিনি প্রেস কাউন্সিলের মূল্যবান সময় নষ্ট করতে এই মামলা করেছেন। ফরিয়াদীর স্বামী কামাল উদ্দিন তালুকদারের বিরুদ্ধে এবং ফরিয়াদীর বিরুদ্ধেও দেশের শীর্ষ স্থানীয় পত্রিকাগুলোতে ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতির খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলোর আলোকে এবং বিভিন্ন ব্যক্তির অভিযোগের ভিত্তিতে প্রতিপক্ষ তাদের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ফরিয়াদীর সাথে প্রতিপক্ষের কোনো ব্যক্তিগত শত্রুতা বা রাগ অনুরাগ নেই। একান্তই জনস্বার্থে দেশের কল্যাণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে এই আলোচিত প্রতিবেদনের প্রকাশ। এখানে প্রতিপক্ষ পত্রিকার নিজস্ব কোনো মতামত ছিল না। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরগুলো অবলম্বনে প্রতিবেদনটি প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রতিপক্ষের পত্রিকাই শুধু নয়, দেশের শীর্ষ স্থানীয় বেশ কয়েকটি পত্রিকা কামাল উদ্দিন তালুকদারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রকাশ করেছে। এসব দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে তদন্তপূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন বলে প্রতিপক্ষ মনে করে।

ফরিয়াদীর প্রতিউত্তরঃ

ফরিয়াদী, বিষয় উল্লেখিত মামলার ফরিয়াদী, বিগত ১৯/১২/২০১৭খ্রি. তারিখ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে মামলা দায়ের করেন। এ বিষয়ে প্রতিপক্ষের জবাব দাখিলে সাধারণ সময়সীমা ১ (এক) মাস থাকলেও, প্রতিপক্ষ একাধিক বার সময় বৃদ্ধির আবেদন করেন এবং দীর্ঘ ৩(মাস) পর তাঁর জবাব দাখিল করেন। পরিশেষে, ফরিয়াদী বিগত ২৫/০৩/২০১৮খ্রি. তারিখে প্রতিপক্ষের জবাবের একটি কপি পেয়েছেন।

ফরিয়াদীর দায়েরকৃত মামলার আর্জিতে ফরিয়াদী ১৩টি অনুচ্ছেদ{অনুচ্ছেদ ২(গ) হতে ২(ন)} অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে মামলার প্রতিপক্ষের প্রকাশিত সংবাদ প্রতিবেদন(পাক্ষিক ‘প্রতিপক্ষ’

পত্রিকার/সংবাদপত্রের/ম্যাগাজিনের বর্ষ-২৪, সংখ্যা-২৭, ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখের সংখ্যা) সম্পর্কে তাঁর অভিযোগসমূহ অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

অথচ প্রতিপক্ষের 'আর্জি' সামগ্রিকভাবে পড়ে ও পর্যবেক্ষণ করে ফরিয়াদীর কাছে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, ফরিয়াদীর আর্জিতে ১৩টি অনুচ্ছেদ (অনুচ্ছেদ ২(গ) হতে ২(ন) উল্লেখিত অভিযোগ সমূহের কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব প্রতিপক্ষ তাঁর 'জবাবে' উল্লেখ করেননি। প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে ফরিয়াদীর আর্জিতে আনিত অভিযোগসমূহের মধ্যে শুধু মাত্র ২টি অনুচ্ছেদ ২(গ) ও ২(ছ) এ বর্ণিত অভিযোগসমূহ নিয়ে তাহার জবাবের ২য় ও ৩য় অনুচ্ছেদে আলোচনা করেছেন মাত্র, কিন্তু কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট প্রমাণ এর বরাত দেননি। এছাড়া, ফরিয়াদীর আর্জির অনুচ্ছেদ নং ২(ঘ) ২(ঙ) ২(চ), ২(জ), ২(ঝ) ২(ঞ) ,২(ট) ২(ঠ), ২(ড), ২(ঢ) ২(ন) এই ১১টি অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অভিযোগ সমূহ সম্পর্কে প্রতিপক্ষ তার জবাবে কোনোরূপ কোনো আলোচনা না করে সম্পূর্ণরুপে এড়িয়ে গেছেন।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যা সম্পূর্ণরূপে বাহ্যিক কোনো মহলের কোনো প্রকার কুপ্রভাব দ্বারা প্রভাবিত নয়। বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল বরাবরই সঠিক ও সত্য সাংবাদিকতার স্বার্থ সংরক্ষণ করে থাকে এবং একই সাথে হলুদ সাংবাদিকতাকে সর্বদা নিরুৎসাহিত করে থাকে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের এরূপ নিরপেক্ষ অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনোরূপ দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলার আশ্রয় না নিয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অথচ প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবের ১ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন এভাবে-'নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে এবং আইনের হাত থেকে বাঁচতে তাঁরা (আমি ও আমার পরিবার) প্রেস কাউন্সিলে মামলার আশ্রয় নিয়েছেন"। এছাড়াও ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন যে, "ফরিয়াদী মিসেস সারমীন সুলতানা, তাঁর স্বামী মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের পক্ষে প্রেস কাউন্সিলে মামলা করে আবারও প্রমাণ করেছেন তাঁর স্বামীর ক্ষমতা ব্যবহার করে যেমন অবৈধ সুযোগ নিয়েছেন তেমনই এখন তাঁর স্বামীর ক্ষমতা ব্যবহার করে পাক্ষিক প্রতিপক্ষ পত্রিকার সম্পাদককে হয়রানি করতে চাইছেন। প্রতিপক্ষের এরূপ বক্তব্যে ইহা পরিষ্কার হয় যে, একজন সাংবাদিক হয়েও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রতি প্রতিপক্ষের কোনোরূপ আস্থা নেই।

এমতাবস্থায়, যেহেতু প্রতিপক্ষ আর্জিতে উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট অভিযোগসমূহের কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট জবাব তাঁর দাখিলকৃত 'জবাবে' উল্লেখ করেননি বা দিতে পারেননি, তাই কোনরূপ সময় অপচয় না করে তাঁর অভিযোগের পক্ষে সাক্ষ্যপ্রমাণ ও দলিলপত্রাদিসহ মামলার শুনানীতে উপস্থিত হয়ে তাঁর বিস্তারিত বক্তব্য উপস্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করেছেন।

উপরোক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে, ফরিয়াদী পরবর্তীতে কোনোরুপ সময় অতিবাহিত ও কালক্ষেপন না করে, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিষয়ে উল্লেখিত মামলার(মামলা নং ৮/২০১৪) শুনানীর দিন ধার্য করে ন্যায়বিচার প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের এরূপ নিরপেক্ষ অবস্থানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে ফরিয়াদী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কোনোরূপ দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলার আশ্রয় না নিয়ে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে অভিযোগ দায়ের করেন অথচ প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবের ১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন এভাবে, "নিজেদের অপকর্ম ঢাকতে এবং আইনের হাত থেকে বাঁচতে তাঁরা প্রেস কাউন্সিলে-এ মামলার আশ্রয় নিয়েছেন। প্রতিপক্ষ আরও উল্লেখ করেন যে, "ফরিয়াদী মিসেস

সারমীন সুলতানা, তাঁর স্বামী মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদারের পক্ষে প্রেস কাউন্সিলে মামলা করে আবারও প্রমাণ করেছেন তাঁর স্বামীর ক্ষমতা ব্যবহার করে যেমন অবৈধ সুযোগ নিয়েছেন তেমনই এখন আবার স্বামীর ক্ষমতা ব্যবহার করে পাক্ষিক প্রতিপক্ষ পত্রিকার সম্পাদককে হয়রানি করতে চাইছেন"। প্রতিপক্ষের এরূপ বক্তব্যে প্রকাশ পাচ্ছে যে, একজন সাংবাদিক হয়েও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রতি প্রতিপক্ষের কোনোরূপ আস্থা নেই।

আইনজীবীর যুক্তিতর্কঃ

ফরিয়াদীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী উপস্থিত আছেন। প্রতিপক্ষের আইনজীবী কোনোরুপ তদবির করেন নাই এবং অনুপস্থিত।

বিজ্ঞ আইনজীবী বিচারিক কমিটির অনুমতিক্রমে তাঁর যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন। তিনি ফরিয়াদীর আর্জি, প্রতিউত্তর, প্রতিবাদলিপি এবং প্রতিপক্ষের জবাব পড়ে শুনান।

বিজ্ঞ আইনজীবী পাক্ষিক প্রতিপক্ষ পত্রিকাটি উপস্থাপন করেন এবং শিরোনামগুলির প্রতি দৃষ্টিআকর্ষণ করেন এবং প্রতিবেদনগুলি পড়ে শুনাতে অনুমতি প্রার্থনা করেন।

যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকালে বিচারিক কমিটি বিজ্ঞ আইজীবীর দৃষ্টিআকর্ষণ করে জানতে চান, যে রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদলিপি ছেপেছেন। প্রতিউত্তরে বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, ফরিয়াদী বিশেষ প্রতিবেদনের কপি পাননি এবং প্রতিপক্ষ বিশেষ প্রতিবেদনের কোনো কপি জেলা প্রশাসক এর কার্যালয়ে জমা দেননি এবং তিনি তাঁর জবাবেও প্রতিবাদলিপি ছেপেছেন বলে উল্লেখ করেননি। বিজ্ঞ আইনজীবী এর পরিপ্রেক্ষিতে একটি সম্পূরক আর্জি দাখিলের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিচারিক কমিটি ন্যায়বিচারের স্বার্থে সম্পূরক আর্জি দাখিলের অনুমতি প্রদান করেন এবং পরবর্তী ১৭/০৭/২০১৮খ্রি. তারিখ সম্পূরক আর্জি দাখিল করেন এবং ঐদিনই শুনানী গ্রহণ করা হয়।

বিজ্ঞ আইনজীবী নিবেদন করেন যে, গত ০১/১০/২০১৭খ্রি. তারিখে ফরিয়াদী ও ফরিয়াদীর স্বামীর বিষয়ে উল্লেখিত পাক্ষিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে অবগত হন। উক্ত পত্রিকার/ম্যাগাজিনের বিষয়ে উল্লেখিত শিরোনামের অধীনে ফরিয়াদী, ফরিয়াদীর স্বামী এবং ফরিয়াদীর পরিবার সম্পর্কে দীর্ঘ ১৮ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়, যা সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, মনগড়া, অসত্য, আপত্তিকর, বানোয়াট, কুরুচিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন তথ্য ও সংবাদসম্বলিত। উক্ত সংবাদ/ প্রতিবেদন প্রকাশ এবং প্রচারণার ফলে ফরিয়াদী, ফরিয়াদীর স্বামী ও ফরিয়াদীর পরিবার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দাপ্তরিক অঙ্গনে সীমাহীন ক্ষতি ও মানহানীর সম্মুখীন হয়েছেন।

তিনি নিবেদন করেন যে, প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর আর্জির ১৩টি অনুচ্ছেদ ২(গ) হতে ২(ন)-এ উল্লেখিত অভিযোগসমূহের কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব দেননি কেবল অনুচ্ছেদ ২(গ) ও ২(ছ) এর কিছুটা আলোচনা করেছে মাত্র। প্রতিবেদনগুলোতে কোনো তথ্য নেই এবং তথ্য পাওয়ার জন্য কোনোরূপে চেষ্টাও করেননি।

তিনি আরও নিবেদন করেন যে, পত্রিকাটি বিভিন্ন পত্রিকা থেকে ১৫/২০ বছর পূর্বের খবর নতুন করে ছেপেছেন যার কোনো **News Value** নেই। এগুলি করা হয়েছে টাকার বিনিময়ে; এগুলিকে সাংবাদিকতার ভাষায় **Paid News** বলা হয়ে থাকে।

তিনি বলেন যে, প্রতিবেদনগুলি কে তৈরি করেছে তার নাম নেই। পত্রিকার সম্পাদক হলেন ইকবাল আজিজ বিজু। সম্পাদক এই তথাকথিত প্রতিবেদনগুলি ছাপানোর পূর্বে তিনিও কিন্তু প্রতিবেদনগুলির সত্যতা সম্পর্কে কোনোরূপ অনুসন্ধান করেননি; এতে সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব

পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। পত্রিকাটিতে প্রকাশকের নাম নেই। এই প্রতিবেদনগুলি করা হয়েছে ফরিয়াদীর জ্ঞাতি সম্পর্কিত চাচাত ভাই হাকিম তালুকদার, ইদ্রিস তালুকদার এবং রতন তালুকদারগণের স্বার্থে এবং অর্থে। এই কারণেই পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন।

তিনি আরো নিবেদন করেন যে, এই তথাকথিত প্রতিবেদনগুলি ছেপে সম্পাদক প্রেস কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত আচরণ বিধি নং- ৪,৬,৭,৮(ক),৮(গ),১১,১৩,১৫,১৬,১৭,১৮,২১ এবং ২২ লঙ্ঘন করেছেন।

তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ প্রতিবেদনগুলি ছেপে সাংবাদিকতার মহান পেশাকে কলঙ্কিত করেছেন, আর এ কারণেই তাঁর এই মহান পেশায় থাকার নৈতিক অধিকার নেই।

বিজ্ঞ আইনজীবী তাদের প্রেরিত প্রতিবাদলিপি পড়ে শুনান এবং দাবী করেন যে, প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর প্রতিবাদপত্রটি হুবহু ছাপাননি এবং খণ্ডিত করে মনগড়াভাবে ছেপেছেন । ১৮ পৃষ্ঠা জুড়ে ফরিয়াদীর বিরুদ্ধে ফলাও করে প্রতিবেদন ছেপেছেন তাই প্রতিপক্ষ তাঁর দায় এড়াতে পারেন না এবং কোনো অবস্থাতেই এতে ফরিয়াদীর অভিযোগ প্রশমিত হয়নি বরং প্রকোপিত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি তিনি পুনঃ ছেপেছেন প্রায় ১৫/২০ বছর পর। যদিও ঐ প্রতিবেদনগুলি সাংবাদিকতার রীতি অনুসারে তার প্রতিবেদনে তথ্য উপাত্ত হতে পারে না কারণ প্রত্যেক প্রতিবেদন/সংবাদ প্রকাশের একটি উদ্দেশ্য থাকে কিন্তু বর্তমানে যে প্রতিবেদনগুলি ছেপেছেন তা কেবল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে, কেবল ফরিয়াদী, তাঁর স্বামী, শ্বশুর, দেবর এবং পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা, ভিত্তিহীন কাল্পনিক, অসত্য ও কুৎসামূলক তথ্য ছেপে এবং উহা বিপণন করে তাদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছেন।

বিজ্ঞ আইনজীবী অত্র অফিসের ১০/০১/২০১৮খ্রি. তারিখের চিঠির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, প্রতিপক্ষ কাউন্সিলের কর্তৃত্বকে অবমাননা করেছেন এই কারণেই প্রতিপক্ষকে কালো তালিকাভুক্ত করা সমীচীন।
বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, প্রতিপক্ষ নিজেকেই নিজে দোষী সাব্যস্ত করেছে কারণ তিনি বিচারিক কমিটির সম্মুখে তাকে নির্দোষ প্রমাণে উপস্থিত হননি তার জবাবের বক্তব্য সমর্থন করার জন্য। কাজেই প্রতিপক্ষের এহেন অবজ্ঞার জন্য শাস্তি দেয়া প্রয়োজন।
পাক্ষিক প্রতিপক্ষ পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন।
পরিশেষে বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আইনের ১২ ধারার আলোকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার এবং ১৯৭৩ সালের আইন অনুযায়ী পত্রিকার প্রকাশনা বাতিল করা প্রয়োজন বলে আইনজীবী নিবেদন করেন।

আলোচনার সিদ্ধান্তঃ

ফরিয়াদীর বিজ্ঞ আইনজীবীর যুক্তিতর্ক শোনা হলো। শুনানিকালে বিজ্ঞ আইনজীবীর "প্রতিপক্ষ" পত্রিকার প্রতিবেদনগুলি পড়ে শোনান আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে প্রতিবেদনগুলির শিরোনাম নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো:-

"প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচটি ইমাম ও পুলিশের আইজিপি'র নাম ভাঙ্গিয়ে রাজাকারপুত্র অতিরিক্ত সচিব কামাল উদ্দিন তালুকদারের মধ্যযুগীয় বর্বরতা";

"রাজকারপুত্র অতিরিক্ত সচিব কামাল উদ্দিন তালুকদার ও তার স্ত্রী শারমিন সুলতানার বিরুদ্ধে দুনীর্তি, অর্থপাচার, সোনা চোরাচালান ও মাদক ব্যবসার অভিযোগ";

"শরীয়তপুরে বাড়ির পরিবেশ উন্নয়নের নামে ভাংচুরের অভিযোগ।";

বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় ১৮ জানুয়ারি, ২০১৫ প্রকাশিত "সাড়ে তিন কোটি টাকার কাগজ সাড়ে পাঁচ কোটি টাকায় ক্রয়।";

"সকালের খবর" পত্রিকায় ২০ জানুয়ারি, ২০১৫ প্রকাশিত "পূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান";

"পূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার এর ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দরুণ শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায় সৃষ্ট নাজুক পরিস্থিতি ও সমস্যার প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন"

"দৈনিক জনতা" পত্রিকায় ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৩ সালে বুধবার প্রকাশিত "পূর্ত মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার এর সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনৈতিক কর্মকাণ্ডের দরুণ শরিয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলায় সৃষ্ট স্থানীয় সমস্যার প্রতিকার চেয়ে সংবাদ সম্মেলন" এবং-

"দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকায় ২৭ জুলাই, ১৯৯৯ সালে মঙ্গলবার প্রকাশিত "ব্ল্যাঙ্ক স্ট্যাম্পে সই না করায় মহিলা মেম্বার লাঞ্ছিত"।

প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখা হলো। প্রতিপক্ষ বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিবেদন ছেপেছেন। এতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ এই প্রতিবেদনগুলি প্রকাশের পূর্বে ফরিয়াদীর বা তার স্বামীর নিকট থেকে প্রতিবেদনগুলি সম্পর্কে কোনো মতামত গ্রহণ করেননি। প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ফরিয়াদীর স্বামীর নিকট টেলিফোন করে মতামত চেয়েছেন। কিন্তু তিনি বিষয়টি আমলে নেননি। কিন্তু প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বিভিন্ন ব্যক্তিদের দিয়ে হুমকি ধমকি দিয়েছেন। প্রতিপক্ষ কখন, কোন দিন, কোন সময়, ফরিয়াদী বা তাঁর স্বামীর দৃষ্টিআকর্ষণ করেছিলেন প্রতিপক্ষ তাঁর জবাবে উল্লেখ করেননি। প্রতিপক্ষের জবাব বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদীর আর্জিতে উল্লেখিত ১৩টি অনুচ্ছেদ (২গ-২ন) এর ব্যাপারে কোনো সন্তোষজনক জবাব দেননি। তবে অনুচ্ছেদ (২গ-২ছ) এ বর্ণিত অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিপক্ষ তার জবাবের (২য় এবং ৩য়) অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কোনরূপ সুনিদিষ্ট প্রমাণ দিতে পারেননি।

প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর স্বামী জনাব মোঃ কামাল উদ্দিন তালুকদার সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব, কিন্তু তিনি কেনো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব এইচটি ইমাম এবং পুলিশের আইজিপির নাম ভাঙাতে যাবেন এর কোন ব্যাখ্যা প্রতিবেদনটিতে নেই।

"শরিয়তপুরে বাড়ীর পরিবেশ উন্নয়নের নামে ভাঙচুরের অভিযোগ" এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার ভূমি ১৬/০৫/২০১৭ খ্রি.তারিখে তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেছেন এবং মতামত দিয়েছেন যে, পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি মিথ্যা। তদ্রুপ ফরিয়াদীর স্বামী মিরপুর শাহ্আলী মাজার সংলগ্ন সিটি কর্পোরেশনের তিনটি দোকান এবং মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটে একটি দোকানের বরাদ্দ গ্রহণ করেছেন মর্মে কোনো কাগজপত্রের বরাত দিতে পারেননি। শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলা সদরে অবস্থিত পদ্মা হাসপাতালে ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকা বিনিয়োগ সম্পর্কে প্রতিবেদনটিরও কেনো সত্যতা পাওয়া যায়নি। তবে ফরিয়াদী পদ্মা জেনারেল হাসপাতাল এন্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বিনিয়োগ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন। কাগজপত্র বিশ্লেষণ করে আরো দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদীর স্বামী, ফরিয়াদী ও তাঁর সন্তানের নামে গুলশানের ইমতিয়াজ সিকিউরিটিজ লিমিটেড এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এ বিনিয়োগের প্রমাণস্বরূপ কোনো কাগজপত্র সংযুক্ত করতে পারেননি।

ফরিয়াদী নিজে সোনা চোরাচালান কারবারে নিয়োজিত থাকা এবং ফরিয়াদীর স্বামী বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত থাকা অবস্থায় ঢাকা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খুলনা এবং রাজশাহী শহরে আবাসিক প্লটের জমি লিজ, হস্তান্তর এর নাম করে ঘুষ গ্রহণ করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। এই প্রতিবেদনগুলি উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ছেপেছেন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। প্রতিপক্ষ ২৭ জুলাই, ১৯৯৯ "দৈনিক ইনকিলাব" পত্রিকায় প্রকাশিত "ব্ল্যাঙ্ক স্ট্যাম্পে সই না করায় মহিলা মেম্বার লাঞ্ছিত", "২০ জানুয়ারি, ২০১৭"। উক্ত সংবাদের বিষয়টি সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তদন্ত করেছেন এবং তদন্তে এ অভিযোগের কোনো ভিত্তি নেই বলে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

পত্রিকার "তথ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিবের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান"-এ ব্যাপারে দুদক অনুসন্ধান করেন এবং অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে ১০/০৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রতিবেদন দাখিল

করেন। প্রতিবেদনগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে, ফরিয়াদীর দেবর নাসির উদ্দিন তালুকদার ২০১৬ সালে এবং ফরিয়াদীর স্বামীর ভাগিনা মরহুম ইমরান হোসেন বাবু ২০১৫ সালে ইন্তেকাল করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ কোনো অনুসন্ধান ব্যতিরেকে মৃত ব্যক্তিদের নামে প্রতিবেদন ছেপেছেন। প্রতিপক্ষ পত্রিকায় প্রতিবেদনগুলি ছাপার পূর্বে কোনোরূপ অনুসন্ধান করেছেন বলে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে না। তিনি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এবং সাংবাদিক সম্মেলনের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনগুলি প্রকাশ করেছেন মর্মে তাঁর জবাবে উল্লেখ করেছেন। ফরিয়াদীর শ্বশুরকে রাজাকার বলে তার প্রতিবেদনে তিনি বারবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো অনুসন্ধান করেছেন বলে মনে হয় না। প্রতিবেদক রাজাকার শব্দটি উল্লেখ করেছেন ফরিয়াদীর স্বামীর জ্ঞাতিভাইদের সংবাদ সম্মেলনের বরাত দিয়ে, কিন্তু এ ব্যাপারেও তিনি নিরপেক্ষভাবে কোনো অনুসন্ধান করেননি বলে দেখা যাচ্ছে। ফরিয়াদীর প্রতিবাদ পত্রটিও তিনি হুবহু ছাপাননি বরং খণ্ডিত ও মনগড়াভাবে ছেপেছেন। আমরা আর্জি, সম্পূরক আর্জি, ফরিয়াদীর প্রতিউত্তর, প্রতিপক্ষের জবাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছি। দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ প্রতিবেদনগুলি প্রচারের পূর্বে এর সত্যতা সম্পর্কে কোনোরকম অনুসন্ধান করেননি। এই প্রতিবেদনগুলি কে তৈরি করেছেন তার কোন নাম নেই, তবে পত্রিকার সম্পাদক হলেন 'ইকবাল আজিজ বিজু'। তিনিও প্রতিবেদনগুলি প্রকাশের পূর্বে প্রতিবেদনগুলির সত্যতা যাচাই করেননি। সম্পাদক হিসেবে তার দায়িত্ব পালনে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। এই প্রতিবেদনগুলি তৈরি করতে ১৯৯৯ সাল, ২০১৩ সাল এবং ২০১৫ সাল এবং অন্যান্য পত্রিকার শিরোনামগুলি উল্লেখ করে প্রতিবেদনগুলি তৈরি করেছেন এবং ছেপেছেন। প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিবেদনগুলি প্রচারের পূর্বে নিরপেক্ষভাবে তথ্য যাচাই বাছাই করেন নাই। প্রতিবেদনগুলি প্রচার করতে ১৫-২০ বছর পূর্বের খবর নতুন করে ছেপেছেন। এই প্রতিবেদনগুলির কোনো নিউজ ভেল্যু নেই। তবে এইগুলো করা হয়েছে টাকার বিনিময়ে যা সাংবাদিকতার ভাষায় 'Paid News' বলা হয়ে থাকে। প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর স্বামীর জ্ঞাতি চাচাত ভাই হাকিম তালুকদার, ইদ্রিস তালুকদার এবং রতন তালুকদারদের স্বার্থে করেছেন বলে সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে। তিনি তথাকথিত প্রতিবেদনগুলি ছেপে প্রেস কাউন্সিল প্রণীত আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। আমরা আরো লক্ষ্য করেছি যে উপরোল্লিখিত তালুকদারদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য তিনি প্রতিবেদনগুলি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ফরিয়াদী, তাঁর স্বামী, শ্বশুর, মৃত দেবর এবং ফরিয়াদীর আত্মীয় স্বজনের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক ও অপমানজনক ভাষায় চরম মিথ্যা ও বানোয়াট খবর পরিবেশন করেছেন। যার ফলে ফরিয়াদী পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং তাঁর স্বামীর দাপ্তরিক অঙ্গনে সীমাহীন ক্ষতি হয়েছেন। সাংবাদিক সম্মেলন ও অন্যান্য পত্রিকার বরাত দিয়ে প্রতিবেদনগুলি তৈরি করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তবে অনুসন্ধান প্রতিবেদন তৈরিতে অন্য কারো তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করার কোনো রীতি নেই। প্রত্যেকটি প্রতিবেদনের জন্য এর নিজস্ব যাচাইকৃত তথ্য উপাত্ত থাকতে হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি হাকিম তালুকদারদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য করা হয়েছে মর্মে আমাদের নিকট প্রতীয়মান হচ্ছে। ফরিয়াদী এবং তাঁর স্বামী ছেলেদেরকে বিদেশে লেখাপড়া করাতেই পারেন। এতে তাদের টাকার উৎস সম্পর্কে সাংবাদিকদের জানাতে হবে তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তবে সরকার এই মর্মে ফরিয়াদীর স্বামীর নিকট ব্যাখ্যা চাইতে পারেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের এ সমস্ত ব্যাপারে প্রশ্ন তোলার কোনো এখতিয়ার নেই।

বিচারিক কমিটি প্রতিপক্ষকে ১০/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে কাউন্সিলে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে কাউন্সিলের নোটিশ/সমন প্রাপ্তির পরও বিচারিক কমিটির সম্মুখে হাজির হননি এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য চেষ্টা করেননি। প্রতিপক্ষ কাউন্সিলের সমনের অবজ্ঞা করেছেন এবং এর জন্যও তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ফরিয়াদী প্রেস কাউন্সিল আইন অনুসারে প্রতিকার পাওয়ার জন্য অভিযোগ দাখিল করেছেন, কিন্তু প্রতিপক্ষ ফরিয়াদীর এই অভিযোগ দাখিল করাকেও ভিন্নভাবে মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করেছেন।

কাগজপত্রগুলি পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে, এই প্রতিবেদনগুলির মাধ্যমে প্রতিপক্ষ ফরিয়াদী, ফরিয়াদীর স্বামীকে সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন। প্রতিপক্ষ যা করেছেন এটা সাংবাদিকতা নয় বরং অপসাংবাদিকতা। এই প্রসঙ্গে জনাব গোলাম সারোয়ার সম্পাদক

"সমকাল" এর প্রবন্ধ পিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত "হলুদ সাংবাদিকতা" খুবই প্রাসঙ্গিক বিধায় উক্ত প্রবন্ধ থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলো।

> *"আমাদের দেশে দুই ধারার সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। একটি মূলধারার। মূলধারার সংবাদপত্রে একটি মানদন্ড বজায় রেখে, সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা বিবেচনায় নিয়ে মোটামুটিভাবে সংবাদ প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। সেখানে যে কোনো সংবাদ যেনতেনভাবে প্রকাশ না করে সর্বজনীন নীতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়। পাশাপাশি আরেক ধরণের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়, এর সংখ্যা অনেক বেশি। একজন পাঠক হিসেবে মনে হয়, সেখানে সংবাদের সোর্স সঠিক কিনা তা যাচাই করা হয় না, নিরপেক্ষ সূত্র থেকে সংবাদের সত্যতা নিশ্চিত করা হয় না; সাংবাদিকতার নীতিনৈতিকতা মানা হয় না। কোনো সংবাদ প্রচারের ফলে কারো ব্যক্তিগত জীবন ব্যাহত হলো কিনা তা পরোয়া করা হয় না। বলতে গেলে এসব কিছুই মানা হয় না। বরং পাঠককে মুখরোচক কিছু দেওয়ার জন্যই এসব ছাপা হয়-এই দুটো ধারার সংবাদপত্র আছে। দ্বিতীয় ধারা নিয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কারণ এসব সংবাদপত্র সাংবাদিকতার ন্যূনতম মান বজায় রাখে না। আমি মনে করি এ ধরণের সংবাদপত্র প্রকাশ হওয়া উচিৎ নয়। এটা এক ধরনের হলুদ সাংবাদিকতার অংশ। কোনো বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েই যা খুশি লিখে দিলাম। যেমন কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল, কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতেই পারে। তবে যারা অভিযোগ করে তাদেরও স্বার্থ হাসিলের ব্যাপার থাকে অনেক সময়। একজন প্রতিবেদক বা রিপোর্টারের দায়িত্ব হচ্ছে এই অভিযোগটাকে মিথ্যা ধরে নিয়ে এর সত্যটাকে অনুসন্ধান করা। তাহলেই আসল সত্য তথ্য বের হয়ে আসবে। খবরের সত্যাসত্য অনুসন্ধান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু অভিযোগ পেলেই ছেপে দেওয়া হলো, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া গেল তার কোনো বক্তব্য নেওয়া হলো না। এতে তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হলো। এই যে ইচ্ছামতো যা খুশি লেখা বা প্রচার করা হলো সেটাই ইয়েলো জার্নালিজম বা হলুদ সাংবাদিকতা।"*

এই প্রতিবেদনগুলি প্রকাশের পূর্বে কোনোরূপ অনুসন্ধান করা হয়নি বলে আমরা মনে করি। এখানে দেখা যাচ্ছে, প্রতিবেদক নিজেই সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। সম্পাদক হলেন পত্রিকার সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। সম্পাদনা করা তাঁর প্রধান দায়িত্ব। পত্রিকায় কোনো সংবাদ বা প্রতিবেদন যাবে কি না, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন তিনি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটেছে। সম্পাদকের দায়িত্ব হলো সংবাদ ও সাংবাদিকতার প্রাপ্ত তথ্যাবলিতে সত্যতা ও নির্ভুলতা নিশ্চিত করা, কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি।

ফরিয়াদীর অভিযোগ, প্রতিপক্ষের মূল জবাব, প্রতিউত্তর এবং পক্ষগণের দাখিলী কাগজপত্র এবং তাদের বক্তব্য বিবেচনা করে বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে একমত হয়ে বিচারিক কমিটি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, প্রতিপক্ষ ভিত্তিহীন সংবাদ প্রতিবেদন প্রচার করে সাংবাদিকদের আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন এবং জনগণের রুচির বিরুদ্ধে অপরাধ করেছেন, যা পেশাগত অসদাচরণ ব্যতিত অন্য কিছু নয়। তাই প্রতিপক্ষকে তদ্রুপ গর্হিত আচরণের জন্য ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করে ভবিষ্যতের জন্য সর্তক করে দেয়া হলো। প্রতিপক্ষ **"**পাক্ষিক প্রতিপক্ষ**" কাগজ** এর সম্পাদক ভবিষ্যতে তদ্রুপ সংবাদ প্রতিবেদন বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ প্রকাশের পূর্বে অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবেন বলে এই বিচারিক কমিটি প্রত্যাশা করে।

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের কোনো পত্রিকার প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধন) বাতিল করার এখতিয়ার নেই, তবে ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রকাশনা বাতিলের জন্য আবেদন করতে পারেন।

রায় প্রকাশের **১৫** (পনের) দিনের মধ্যে প্রতিপক্ষের পত্রিকায় প্রচারিত সংবাদের জায়গাটিতে রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

ফরিয়াদী ইচ্ছা করলে তাঁর নিজ খরচে যেকোনো দৈনিক, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পত্রিকায় এই রায়টি ছাপাতে পারেন। তবে রায়টি ছাপিয়ে একটি কপি প্রেস কাউন্সিলে দাখিল করতে নির্দেশ দেয়া হলো।

স্বাক্ষরিত/-

বিচারপতি মোহাম্মদ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

মনজুরুল আহসান বুলবুল
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

স্বপন দাশ গুপ্ত
সদস্য

আমি একমত,

স্বাক্ষরিত/-

মফিদা আকবর
সদস্য